দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 15/9/83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 4 ...

018

মাহবুব আলম চাষী

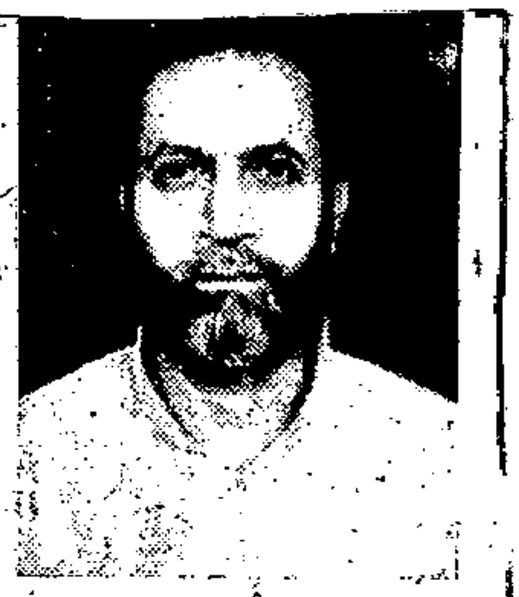

সৌদী আরবে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় স্বনির্ভর বাংলাদেশ-এর বিশেষ পরামর্শদাতা, সাবেক সচিব ও বিশিষ্ট কৃষি বিশেষজ্ঞ জনাব মাহবুব আলম চাষীর এবং আরও দুজনের মৃত্যু এক শোকাবহ ঘটনা; জন্ম-মৃত্যুর ওপর মানুষের কোনো হাত নেই, এবং যে কোনো মৃত্যুই বেদনাদায়ক। সৌদী আরবে আলোচ্য সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন বাংলাদেশীর মৃত্যু শুধু বেদনাদায়কই নয়, বিশেষ ক্ষতির ব্যাপারও।

জনাব মাহবুব আলম চাষী ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান ও সমাজ কল্যাণ কর্মী। তাঁর মতো একজন সুপরিচিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং কৃষি বিশেষজ্ঞ ও স্বনির্ভর আন্দোলনের সংগঠক এবং নিবেদিত প্রাণ কর্মীর এমন অকাল ও আকস্মিক অন্তর্ধান যে কতটা ক্ষতির তা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। উচ্চপদস্থ এবং কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরূপে যেমন, সমাজ কল্যাণ কর্মীরূপেও তেমনি মরহুম মাহবুব আলম চাষী দীর্ঘকাল তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ও অবদান রাখেন, এবং বিশেষ পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।

বস্তুত, সমাজ কল্যাণ এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের ব্যাপারটি ছিল মরহুম মাহবুব আলম চাষীর অনেকটা স্বপ্ন ও মজ্জাগত ব্যাপার। হয়তো এ কারণেই পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসের প্রবীণ সদস্য জনাব চাষীর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ১৯৬৬ সালে সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় একটি চাষী ফার্ম প্রতিষ্ঠা করে সমবায় আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করা। সিভিলিয়ান ও কূটনীতিকের জীবন ত্যাগ করে তিনি সামিল হয়েছিলেন কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগে। স্বাধীনতা উত্তরকালে, বিভিন্ন সময়ে সরকারের সচিবরূপে এবং প্রেসিডেন্টের বিশেষ সচিব (স্বনির্ভর আন্দোলনের দায়িত্ব প্রাপ্ত) হিসাবে মরহুম চাষী তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ও অবদান রাখেন।

সরকারী ও বেসরকারী কর্মব্যপদেশে এবং স্বনির্ভর আন্দোলনের একজন উদ্যোগী পুরুষ হিসাবে চাষী সমাজ ও জনগণের সাথে ছিল মরহুম চাষীর প্রত্যক্ষ পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে এবং সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে জনাব চাষী কাজ করে গেছেন। এ ব্যাপারে অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করেছেন। চাকরি জীবনে যেমন, অবসর জীবনেও এই লক্ষ্য তাঁর মনে সঞ্জীবিত ছিল।

গত ২৩-৮-৮৩ তারিখে বিদেশ থেকে অবসরপ্রাপ্ত সাবেক প্রতিরক্ষা সচিব ও বর্তমানে, দৈনিক বাংলা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান জনাব সালাহউদ্দিন আহমদকে লেখা এক ব্যক্তিগত পত্রে মরহুম মাহবুব আলম চাষী স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে লিখেছিলেন যে, অবসর জীবনে জনাব সালাহউদ্দীন সমাজ কল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগের ইচ্ছা পোষণ করেন জেনে তিনি খুবই আনন্দিত। এ জন্যে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং পল্লী উন্নয়ন ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে তাদের উদ্যোগ ও কার্যক্রমের উল্লেখ করে মরহুম চাষী আরও লিখেছিলেন যে, এতে জনাব সালাহউদ্দিনের অংশ গ্রহণ ও আত্মনিয়োগ হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কল্যাণকর।

মরহুম মাহবুব আলম চাষী যে সমাজ কল্যাণ ও স্বনির্ভরতার ব্যাপারটিকে খুবই গুরুত্ব দিতেন, জনাব সালাহউদ্দীন আহমদের কাছে লেখা ব্যক্তিগত পত্রের উপরোক্ত মর্মার্থ থেকেও তা স্পষ্ট।

জনাব চাষীর আকস্মিক ও মর্মান্তিক মৃত্যুতে শুধু একজন অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ানকেই নয়, স্বনির্ভর আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট উদ্যোক্তা ও কর্মী এবং সমাজ সেবককেই আমরা হারালাম। মরহুমের বিদেহী আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

—সমীক্ষক